বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

প্রথম খন্ড

মূল প্রতিবেদন

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
অর্থ বছর ঃ- ২০০৫-২০০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

প্রথম খন্ড

প্রথম অধ্যায়

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
অর্থ বছর ঃ- ২০০৫-২০০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এমেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ ঃ............................ বঙ্গাব্দ / খ্রিষ্টাব্দ

আহমেদ আতাউল হাকিম
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ।

খ

মহাপরিচালকের প্রত্যয়নপত্র

পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ এর অধস্তন দপ্তরসমূহের ২০০৫-২০০৬ এবং অন্যান্য রেকর্ডপত্র স্থানীয়ভাবে নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়। আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিত করণ এবং অনিয়ম রোধকল্পে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনাসহ সরকারি সম্পদ/অর্থের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান ও অনিয়মসমূহ সরকারের নজরে আনাই এই নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমুহের আর্থিক নিরীক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদনে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম, ক্ষয়-ক্ষতি ইত্যাদি এ রির্পোটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃংঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং এর গুনগত মান বৃদ্ধিতে এই রির্পোটটি ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

তারিখ ঃ ১১-৩-১৪১৫ বঙ্গাব্দ / ২৫-৬-২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ

(মোঃ আবদুল বাছেত খান)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর ঃ ২০০৫-২০০৬

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ঃ **স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ঃ**

১। নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, এলজিইডি, নওগাঁ।

২। নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, এলজিইডি, গাজীপুর।

৩। নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, এলজিইডি, মাগুরা।

৪। নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, এলজিইডি, কক্সবাজার।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ঃ

৫। নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুমিল-া।

৬। নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নেত্রকোনা।

৭। নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নীলফামারী।

৮। নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ভান্ডার বিভাগ, চট্টগ্রাম।

৯। নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার।

১০। নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল, ভোলা।

১১। নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মুন্সিগঞ্জ।

১২। নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, যশোর।

১৩। নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ফরিদপুর।

ঢাকা ওয়াসা ঃ

১৪। রাজস্ব কর্মকর্তার কার্যালয়, রাজস্ব জোন-১, ফকিরাপুল, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা।

১৫। নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, সংগ্রহ বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা।

চট্টগ্রাম ওয়াসা ঃ

১৬। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম ওয়াসা, চট্টগ্রাম।

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ আর্থিক ও কমপ্লায়েন্স অডিট

নিরীক্ষা কৌশল ঃ নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে ভাউচিং অডিট

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ বিশ্লেষনাত্মক

নিরীক্ষার তথ্য সংগ্রহের কৌশল ঃ চাহিদা পত্র ইস্যুকরণ ও রেকর্ড পত্রের দৈবচয়ন যাচাই

নিরীক্ষার তথ্য সংগ্রহের ধরণ ঃ মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত মৌলিক তথ্য সমূহ

প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

(ক) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ঃ

- ✓ সর্বনিম্ন দরদাতার দর গ্রহণ না করে উচ্চ দরদাতার মাধ্যমে কার্য সম্পাদনে সরকারের ১০,৩৫,৭৯৭ টাকা আর্থিক ক্ষতি।
- ✓ সিডিউল বিক্রয়লব্দ অর্থ ৪,৭৬,৪৫২ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।
- ✓ মানিরিসিটে আদায়কৃত টাকা রেজিষ্টারে কম এনট্রি ও সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ১,০১,৪৫০ টাকা ক্ষতি।
- ✓ অনুমোদিত Salvage Material বাবদ প্রাপ্য অর্থ আদায় না করে বিল পরিশোধ করায় সরকারের ২,৩৫,৬৭০ টাকা আর্থিক ক্ষতি।
- ✓ ম্যাকাডাম কাজে স্পেসিফিকেশনের অতিরিক্ত খোয়ার মূল্য পরিশোধ করায় ৩,৮৮,১৬৩ টাকা ক্ষতি।
- ✓ বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত অর্থের চুক্তি সম্পাদন ও কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে সরকারের ১১,৪৫,৪৫,৩৪৯ টাকা দায় দেনার সৃষ্টি করা হয়েছে।
- ✓ নন-রেসপনসিভ দরদাতাকে অনিয়মিতভাবে রেসপনসিভ দেখিয়ে কার্যাদেশ প্রদান করায় সরকারের ৩২,৮২,৫৭৮ টাকা অপচয়।

(খ) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ঃ

- ✓ ঘাটতিপ্রাপ্ত মালামালের মূল্য অনাদায় ও নলকূপের সহায়ক চাঁদা জমা প্রদান না করায় ২২,১৫,৩৩৯ টাকা ক্ষতি।
- ✓ অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ উপেক্ষা করে জামানত খাতে ২৫,৩৩,৭৪৯ টাকা বুকিং করে পরবর্তী অর্থ বছরে অনিয়মিতভাবে ব্যয়।
- ✓ দরপত্রের শর্ত লংঘন করে চুক্তিপত্র সম্পাদন ছাড়াই কার্যাদেশ প্রদান এবং কাজ শেষে চুক্তিপত্র সম্পাদনের মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে ৯,৮৪,৮১৩ টাকা পরিশোধ।
- ✓ প্রাক্কলন, দরপত্র ও চুক্তিপত্রে বর্ণিত পরিমাণের চেয়ে ৪৯০০% ও ২৪০৬% বেশী কাজ প্রদর্শন করে ঠিকাদারকে ১,২৫,০০২ টাকা অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত পরিশোধ।
- ✓ একই কাজের একই আইটেমের ক্ষেত্রে ১১৭২% অধিক দরে বিল পরিশোধ করায় ঠিকাদারকে ৫,৪৮,৬০০ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ

(গ) ঢাকা ওয়াসা ঃ

- ✓ ব্যক্তি মালিকানায় স্থাপিত গভীর নলকুপ ব্যবহারকারীর নিকট হতে পয়ঃ বিল আদায় না করায় ১৩,০৮,৪৫০ টাকা ক্ষতি।
- ✓ একই প্রকৃতির গ্রাহকের নিকট হতে ভিন্ন হারে পানি ও পয়ঃ বিল আদায় করায় ৪,৯৫,৫৭৬ টাকা ক্ষতি।
- ✓ দরপত্রের নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন বহির্ভূত নিম্নমানের মিটার ক্রয়ের মাধ্যমে ১,২১,৮১,০০০ টাকা অনিয়মিত ব্যয় এবং ওয়াসার ৪৯,৮১,০০০ টাকা ক্ষতি।

(গ) চট্টগ্রাম ওয়াসা ঃ

- ✓ খেলাপি গ্রাহকের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে বকেয়া আদায় না করায় ৩৮,৩০,২১০টাকা ক্ষতি।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু

- পিপিআর-২০০৩ এর প্রবিধানমালা লঙ্ঘন করা।
- আদায়যোগ্য রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানে ব্যর্থতা।
- উত্তোলিত এবং ঘাটতিকৃত মালামালের মূল্য আদায়ে ব্যর্থতা।
- বরাদ্দের অতিরিক্ত চুক্তি সম্পাদন ও কার্যাদেশ প্রদানে সংস্থার ক্ষতি।
- নন-রেসপনসিভ ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদানে ঠিকাদারী চুক্তিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন।
- খেলাপি গ্রাহকের নিকট হতে পানির বিল আদায়ে ব্যর্থতা।
- গভীর নলকুপ ব্যবহারকারীর নিকট হতে পয়ঃ বিল অনাদায়ী।
- আত্মসাৎকৃত অর্থ আদায়ে ব্যর্থতা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ

- পি পি আর-২০০৩ এর বিধানসমূহ অনুসরণ না করা।
- সিডিউল বিক্রয়লব্দ অর্থ ও মানি রিসিটে আদায়কৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করা।
- অনুমোদিত প্রাক্কলন অনুযায়ী উত্তোলিত মালামালের মূল্য কর্তন না করা।
- রেইটস্ সিডিউল এ বর্ণিত স্পেসিফিকেশন অপেক্ষা খোয়া বেশী সরবরাহ করা।
- বরাদ্দের অতিরিক্ত চুক্তি সম্পাদন ও কার্যাদেশ প্রদান পূর্বক দায় দেনার সৃষ্টি করা।
- ঠিকাদারী চুক্তিপত্রের শর্ত উপেক্ষা করে নন-রেসপনসিভ দরদাতাকে কার্যাদেশ প্রদান করা।
- খেলাপি গ্রাহকের নিকট হতে পানির বিল আদায় না করা।
- গভীর নলকুপ ব্যবহারকারীর নিকট হতে পয়ঃ বিল আদায় না করা।
- স্পেসিফিকেশন বহির্ভূত নিম্ন মানের মিটার ক্রয়/সরবরাহ করা।
- সরকারি মালামালের মূল্য আদায় না করা।
- তামাদি এড়ানোর উদ্দেশ্যে বরাদ্দকৃত টাকা জামানত খাতে বুকিং করা।
- ভি এস মালামালে বিক্রয়লব্দ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করা।

অডিটের সুপারিশ

- পি পি আর-২০০৩ এর প্রবিধানমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা।
- রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থতার জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করা।
- উত্তোলিত এবং ঘাটতিকৃত মালামালের মূল্য আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান।
- বরাদ্দের অতিরিক্ত কার্যাদেশ প্রদান না করা।
- বকেয়া পানি ও পয়ঃ বিল আদায়ে কর্তৃপক্ষের জরুরী পদক্ষেপ নেয়া আবশ্যক।
- সর্বক্ষেত্রে অভ্যন্তরীন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা।

প্রথম খন্ড

দ্বিতীয় অধ্যায়

মূল প্রতিবেদন

(বিস্তারিত)

প্রথম খন্ড

দ্বিতীয় অধ্যায়

মূল প্রতিবেদন

(বিস্তারিত)

৪টি নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
৯টি নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
২টি নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়	ঢাকা ওয়াসা
১টি নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়	চট্টগ্রাম ওয়াসা

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
অর্থ বছর ঃ- ২০০৫-২০০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

অনিয়মের শিরোনামসমূহ

অনুঃ নম্বর	শিরোনাম	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা নম্বর
	(ক) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর :		
১।	সর্বনিম্ন দরদাতার দর গ্রহণ না করে উচ্চ দরদাতার মাধ্যমে কার্য সম্পাদনে সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১০,৩৫,৭৯৭	৯
২।	সিডিউল বিক্রয়লব্দ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।	৪,৭৬,৪৫২	১০
৩।	মানিরিসিটে আদায়কৃত টাকা রেজিষ্টারে কম এনট্রি ও সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ক্ষতি।	১,০১,৪৫০	১১
৪।	অনুমোদিত Salvage Material বাবদ প্রাপ্য অর্থ আদায় না করে বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	২,৩৫,৬৭০	১২
৫।	ম্যাকাডাম কাজে স্পেসিফিকেশনের অতিরিক্ত খোয়ার মূল্য পরিশোধ করায় ক্ষতি।	৩,৮৮,১৬৩	১৩
৬।	বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত অর্থের চুক্তি সম্পাদন ও কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে সরকারের দায় দেনার সৃষ্টি।	১১,৪৫,৪৫,৩৪৯	১৪
৭।	নন-রেসপনসিভ দরদাতাকে অনিয়মিতভাবে রেসপনসিভ দেখিয়ে কার্যাদেশ প্রদান করায় সরকারের অপচয়।	৩২,৮২,৫৭৮	১৫
	(খ) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর :		
৮।	ঘাটতি প্রাপ্ত মালামালের মূল্য অনাদায় ও নলকুপের সহায়ক চাঁদা জমা না করায় ক্ষতি।	২২,১৫,৩৩৯	১৬
৯।	অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ উপেক্ষা করে জামানত খাতে বুকিং করে পরবর্তী অর্থ বছরে অনিয়মিতভাবে ব্যয়।	২৫,৩৩,৭৪৯	১৭
১০।	দরপত্রের শর্ত লংঘন করে চুক্তিপত্র সম্পাদন ছাড়াই কার্যাদেশ প্রদান এবং কাজ শেষে চুক্তিপত্র সম্পাদনের মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	৯,৮৪,৮১৩	১৮
১১।	প্রাক্কলন, দরপত্র ও চুক্তিপত্রে বর্ণিত পরিমাণের চেয়ে ৪৯০০% ও ২৪০৬% বেশী কাজ প্রদর্শন করে ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত পরিশোধ।	১,২৫,০০২	১৯
১২।	একই কাজের একই আইটেমের ক্ষেত্রে ১১৭২% অধিক দরে বিল পরিশোধ করায় ঠিকাদারকে অতিরিক্ত পরিশোধ	৫,৪৮,৬০০	২০
	(গ) ঢাকা ওয়াসা		
১৩।	ব্যক্তি মালিকানায় স্থাপিত গভীর নলকুপ ব্যবহারকারীর নিকট হতে পয়ঃ বিল আদায় না করায় ক্ষতি।	১৩,০৮,৪৫০	২১
১৪।	একই প্রকৃতির গ্রাহকের নিকট হতে ভিন্ন হারে পানি ও পয়ঃ বিল আদায় করায় ক্ষতি।	৪,৯৫,৫৭৬	২২
১৫।	দরপত্রের নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন বহির্ভূত নিম্নমানের মিটার ক্রয়ের মাধ্যমে ১,২১,৮১,০০০ টাকা অনিয়মিত ব্যয় এবং ওয়াসার আর্থিক ক্ষতি।	৪৯,৮১,০০০	২৩
	(ঘ) চট্টগ্রাম ওয়াসা ঃ		
১৬।	খেলাপি গ্রাহকের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে বকেয়া আদায় না করায় ক্ষতি।	৩৮,৩০,২১০	২৪
	মোট=	**১৩,৭০,৮৮,১৯৮**	

অনুচ্ছেদ ১ ঃ

শিরোনাম ঃ **সর্বনিম্ন দরদাতার দর গ্রহণ না করে উচ্চ দরদাতার মাধ্যমে কার্য সম্পাদনে সরকারের ১০,৩৫,৭৯৭ টাকা আর্থিক ক্ষতি।**

বিষয়বস্তু ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি নওগাঁ কার্যালয়ের ২০০৫-২০০৬ আর্থিক সালের হিসাব ০৩-০১-২০০৬ খ্রিঃ হতে ১১-০১-২০০৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষায় স্থানীয় অফিসের প্রাক্কলন নথি, কার্যাদেশ নথি ও তুলনামূলক বিবরনী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সর্বনিম্ন দরদাতার দর গ্রহণ না করে উচ্চ দরদাতার মাধ্যমে কার্য সম্পাদন দেখিয়ে সরকারের ১০,৩৫,৭৯৭ টাকার আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-ক)।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- পি পি আর-২০০৩ প্রবিধিমালা ৩৪ মোতাবেক সর্বনিম্ন দরদাতাকে কার্যাদেশ দিতে হবে। যদি কোন কারণে সর্বনিম্ন দরদাতাকে কার্যাদেশ না দেয়া হয়, সে ক্ষেত্রে উহা বাতিলের কারণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। এক্ষেত্রে তা প্রতিপালন করা হয়নি।

- অনিয়মের বিষয় উলে-খপূর্বক ১৭-৫-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম জারী করা হয়। পরবর্তীতে ০৩-৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ০১-৮-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়।

- জবাব পাওয়া গেলেও প্রমাণক যথাযথ না থাকায় বিবেচিত হয়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- নিয়মতান্ত্রিকভাবে ঠিকাদার নির্বাচন করা হয়েছে। নথিপত্র যাচাইয়ের পর অডিটকে জানানো হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- ওপেনিং মেমোতে লিপিবদ্ধ সর্বনিম্ন দরদাতার দরপত্র বাতিলের কোন উল্লেখ ছিল না এবং সর্বনিম্ন দরদাতার দর পরিবর্তন করে উচ্চ দর দেখানো হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সর্বনিম্ন দরদাতার মাধ্যমে কাজ সম্পাদন না করিয়ে উচ্চদর দাতার মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করে সরকারি অর্থের ক্ষতির দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ২ ঃ

শিরোনাম ঃ সিডিউল বিক্রয়লব্দ ৪,৭৬,৪৫২ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।

বিষয়বস্তু ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নওগাঁ কার্যালয়ের ২০০৫-২০০৬ আর্থিক সালের হিসাব ০৩-০১-২০০৬ খ্রিঃ হতে ১১-০১-২০০৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষায় দেখা যায়, স্থানীয় অফিসের সিডিউল বিক্রয় বাবদ প্রাপ্ত ২০,৮১,১৮৩ টাকার মধ্যে ১৬,০৪,৭৩১ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়, অবশিষ্ট ৪,৭৬,৪৫২ টাকা কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়নি (পরিশিষ্ট-খ)।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- বাংলাদেশ ট্রেজারী রুলস এবং এর অধীন প্রণীত সাবসিডিয়ারী রুলস ৭(১) এবং জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস এর ২৫ ধারা মোতাবেক সরকারের আয় বাবদ প্রাপ্ত অর্থ প্রাপ্তির দিনই বা পরের দিন সরকারি কোষাগারে জমা করতে হবে। এক্ষেত্রে তা প্রতিপালিত হয়নি।
- সরকারি অর্থ কোষাগারে জমা না করার বিষয় উলে-খপূর্বক ১৭-৫-২০০৭খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম জারী করা হয়, পরবর্তীতে ০৩-৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং ০১-৮-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়।
- পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া গেলেও টেন্ডার সিডিউল বিক্রয় লব্দ অর্থ দ্বারা আনুসাংগিক ব্যয় করার কোন সরকারি বিধান না থাকায় জবাব গৃহীত হয়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- সরকারি কাজের স্বার্থে সিডিউল বিক্রির অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।
- আপত্তিকৃত টাকা দ্বারা টেন্ডার ডকুমেন্ট তৈরী, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি প্রচারের বিজ্ঞাপন বিল, কুরিয়ার সার্ভিসের বিল পরিশোধ বাবদ ব্যয় করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- সিডিউল বিক্রির অর্থ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যয় করার কোন বিধান নেই।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতীত আপত্তিকৃত টাকা ব্যয় করায় নিরীক্ষা জবাব বিবেচিত হয়নি।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- সিডিউল বিক্রয়লব্দ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না দেয়ার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক জমার ব্যবস্থা সহ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ৩ ঃ

শিরোনাম ঃ মানিরিসিটে আদায়কৃত টাকা রেজিষ্টারে কম এনট্রির কারণে ১,০১,৪৫০ টাকা ক্ষতি।

বিষয়বস্তু ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নওগাঁ কার্যালয়ের ২০০৫-২০০৬ আর্থিক সালের হিসাব ০৩-০১-২০০৬ খ্রিঃ হতে ১১-০১-২০০৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।

- নিরীক্ষাকালে সিডিউল বিক্রির রেজিষ্টার, মানিরিসিপ্ট ও চালানের কপি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সিডিউল বিক্রির টাকা রেজিষ্টারে কম এন্ট্রি করায় সরকারের ১,০১,৪৫০ টাকা ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট-গ)।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- বাংলাদেশ ট্রেজারী সাব সিডিয়ারী রুলস ৭(১) এবং জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস এর ২৫ ধারা মোতাবেক সরকারি রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার বিধান উপেক্ষা করে উক্ত অর্থের ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।

- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উলে-খপূর্বক ১৭-৫-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম জারী করা হয়। পরবর্তীতে ০৩-৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ০১-৮-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়।

- সর্বশেষ জবাব পাওয়া গেলেও টাকা জমার সপক্ষে প্রমাণক পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- কর্তৃপক্ষ নিরীক্ষা কালে জবাব প্রদানে বিরত থাকেন এবং পরবর্তীতে জমার কথা উলে-খ করলেও উহার সপক্ষে কোন প্রমানক প্রেরণ করে নি।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- সিডিউল বিক্রির টাকা কোষাগারে জমা না দিয়ে সরকারি অর্থের ক্ষতি করা হয়েছে।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- সিডিউল বিক্রির অর্থ কম জমাদানের মাধ্যমে সরকারি অর্থের ক্ষতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ উক্ত অর্থ জমার ব্যবস্থা সহ প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ৪ ঃ

শিরোনাম ঃ অনুমোদিত Salvage Material বাবদ ২,৩৫,৬৭০ টাকা আদায় না করে বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।

বিষয়বস্তুঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, গাজীপুর কার্যালয়ের ২০০৫-২০০৬ আর্থিক সালের হিসাব ২৬-১১-২০০৬ খ্রিঃ হতে ৭-১২-২০০৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, পূর্বের এইচ বি বি রাস্তা থেকে উত্তোলিত ইটের মূল্য কর্তন না করে বিল পরিশোধ করায় সরকারের ২,৩৫,৬৭০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- গাজীপুর সদর উপজেলাধীন জয়দেবপুর-বাড়ীয়া রাস্তা মেরামত কাজের চূড়ান্ত বিল বাবদ ঠিকাদার মেসার্স প্রাইম বিল্ডার্স এর অনুকুলে ১৪,৬৫,৩৫৫ টাকা পরিশোধ করা হয়।
- উক্ত কাজের প্রাক্কলনে Salvage material এর মূল্য ২,৩৫,৬৭০ টাকা ধরা ছিল, কিন্তু ঠিকাদারের বিল থেকে উক্ত টাকা কর্তন করা হয়নি।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- টেন্ডারের শর্ত এবং প্রধান প্রকৌশলীর নির্দেশ উপেক্ষা করে অনুমোদিত প্রাক্কলন ও দরপত্রের সিডিউলে বর্ণিত Salvage material এর মূল্য কর্তন করা হয় নি।
- অনিয়মের বিষয় উলে-খপূর্বক ২৬-২-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম জারী করা হয়। পরবর্তীতে ০৫-৪-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ১০-৬-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়।
- অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- আপত্তিকৃত টাকা ঠিকাদারের নিকট হতে আদায় করে অডিট অফিসকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- অনুমোদিত প্রাক্কলন এবং টেন্ডারের শর্তানুযায়ী ঠিকাদারের চূড়ান্ত বিল হতে Salvage material এর মূল্য কর্তন করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- এরূপ আর্থিক শৃংখলা ভংগের জন্য বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত টাকা আদায় নিশ্চিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ৫ ঃ

শিরোনাম ঃ **ম্যাকাডাম কাজে স্পেসিফিকেশনের অতিরিক্ত খোয়ার মূল্য পরিশোধ করায় ৩,৮৮,১৬৩ টাকা ক্ষতি।**

বিষয়বস্তুঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, গাজীপুর কার্যালয়ের ২০০৫-২০০৬ আর্থিক সালের হিসাব ২৬-১১-২০০৬ খ্রিঃ হতে ৭-১২-২০০৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, দরপত্র সিডিউলে ম্যাকাডাম কাজে কমপেকটেড ভলিউম এর ক্ষেত্রে ২০% থেকে ২৫% পর্যন্ত খোয়া কমপেক্ট করার জন্য বলা হয়। সে অনুযায়ী খোয়া সরবরাহের ক্ষেত্রে ম্যাকাডামের (কমপেকটেড) আয়তনের সর্বোচ্চ ১২৫% হারে খোয়া সরবরাহ বিল পরিশোধ এর স্থলে ১৩৩% হারে খোয়া সরবরাহ বিল পরিশোধ করা হয়। ফলে বর্ণিত ২টি কাজে খোয়া সরবরাহ বাবদ ৩,৮৮,১৬৩ টাকা অধিক ব্যয় জনিত ক্ষতি সাধন করা হয় (পরিশিষ্ট-ঘ)।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- দরপত্র রেটস সিডিউল মোতাবেক ম্যাকাডাম কাজের (কমপেকটেড) আয়তন এর সর্বোচ্চ ১.২৫ বা ২০% থেকে ২৫% পর্যন্ত খোয়ার আয়তনের অর্থ সরবরাহ করার কথা থাকলেও সর্বোচ্চ ১৩৩% পর্যন্ত আয়তনের খোয়ার অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে।
- অনিয়মের বিষয় উলে-খপূর্বক ২৬-২-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় সচিব বরাবর অগ্রিম জারী করা হয়। পরবর্তীতে ০৫-৪-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ১০-৬-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়।
- অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- এল জি ই ডি এর নীতিমালা অনুযায়ী রেট সিডিউলের অর্ন্তগত আইটেম অনুযায়ী ম্যাকাডাম কাজের কমপেকটেড ভলিউমের ১৩৩% হারে খোয়া সরবরাহ বাবদ বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাব অনুমোদিত রেটস সিডিউলে বর্ণিত বক্তব্যের সাথে সংগতিপূর্ন নয়।
- রেটস সিডিউলে ১২৫ মিঃমিঃ লুজ খোয়াকে কমপেকটেড ম্যাকাডাম বিল পরিশোধ করার বিষয়ে বর্ণিত আছে। তদানুযায়ী ম্যাকাডাম কাজের ভলিউমকে ১.২৫ মিঃ মিঃ দ্বারা গুনিতক ভলিউমে খোয়া সরবরাহ বিল পরিশোধযোগ্য।
- অপরদিকে ১৩৩% হারে খোয়া সরবরাহ নেয়া ও বিল পরিশোধ কোনটাই সিডিউলে বর্ণিত বক্তব্যের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অনুমোদিত রেটস সিডিউলে বর্ণিত আয়তনের চেয়ে বেশী আয়তনের খোয়া সরবরাহ বাবদ ব্যয়িত অর্থ আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ৬ ঃ

শিরোনাম ঃ বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত অর্থের চুক্তি সম্পাদন ও কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে সরকারের ১১,৪৫,৪৫,৩৪৯ টাকা দায় দেনার সৃষ্টি করা হয়েছে।

বিষয়বস্থ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি মাগুরা কার্যালয়ের ২০০৫-২০০৬ আর্থিক সালের হিসাব ২৬-১১-২০০৬ খ্রিঃ হতে ০৫-১২-২০০৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, নিরীক্ষাধীন অফিস পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (পি এম পি ১-২) এবং বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে ২০০৫-২০০৬ অর্থ বৎসরে বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের অতিরিক্ত কাজের কার্যাদেশ/চুক্তি সম্পাদন করায় ১১,৪৫,৪৫,৩৪৯ টাকা মূল্যের অতিরিক্ত কাজের দায়-দেনার সৃষ্টি করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-৬)।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- আর্থিক ক্ষমতা সংক্রান্ত অর্থ মন্ত্রনালয়ের স্মারক নং-অম/অবি/উপ-১/বিবিধ-৭৬/০২/৮৩৮ তারিখ-২২-১২-০৪ এর সাথে সংযোজনী -১ এর ক্রমিক নং-৪ (২) মোতাবেক সকল পূর্ত কাজ সংক্রান্ত চুক্তি অনুমোদন/সম্পাদনের ক্ষেত্রে অনুমোদিত বার্ষিক বাজেট বরাদ্দের বিভাজনে সংশ্লিষ্ট কাজ অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে অর্থাৎ বরাদ্দের অতিরিক্ত কাজের চুক্তিপত্র সম্পাদনের কোন সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রনালয়ের উক্ত নির্দেশ অনুসৃত হয়নি।
- অতিরিক্ত কাজের দায়-দেনার সৃষ্টির বিষয় উলে-খপূর্বক ২০-২-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২৯-৩-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ১১-৬-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়।
- অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- অনুমোদিত প্রাক্কলন ও স্কীমের ভিত্তিতে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং বাস্তব অগ্রগতির প্রেক্ষিতে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। পরবর্তীতে বরাদ্দ প্রাপ্তির পর বিল পরিশোধ করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

শুধু মাত্র প্রাপ্ত তহবিল/বাজেট বরাদ্দের উপর ভিত্তি করে কার্যাদেশ প্রদানে সরকারি নীতিমালায় নির্দেশ রয়েছে। বরাদ্দ প্রাপ্তির আশায় বরাদ্দের অতিরিক্ত কার্যাদেশ প্রদানের কোন সুযোগ নেই। যে কোন অজুহাতে এ ধরণের প্রচেষ্টা বা কার্যক্রম গ্রহণ সরকারের পরিকল্পনা/নীতিমালা লংঘন।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সরকারি নীতিমালা লংঘন করে সরকারি দায়-দেনা সৃষ্টির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ৭ ঃ

শিরোনাম ঃ **নন-রেসপনসিভ দরদাতাকে অনিয়মিতভাবে রেসপনসিভ দেখিয়ে কার্যাদেশ প্রদান করায় সরকারের ৩২,৮২,৫৭৮ টাকা অপচয়।**

বিষয়বস্তু ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, কক্সবাজার অফিসের ২০০৫-২০০৬ আর্থিক সালের হিসাব ০৬-১১-২০০৬ খ্রিঃ হতে ১৬-১১-২০০৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে টেন্ডার নোটিশ নং- ২৮/২০০৪-০৫ (গ্রুপ নং-৪) এর টেন্ডার ওপেনিং মেমো, টিইসি এর বিস্তারিত মূল্যায়ন সিট ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় ইলিশিয়া-কোনাখালী-ডেমুশিয়া সড়কের ৩০০০ মিটার চেইনেজে চাপটা খালের উপর ৭২.০৭ মিটার ব্রীজ নির্মাণ কাজে ৩জন ঠিকাদার অংশ গ্রহণ করেন। এদের মধ্য হতে চকোরী শামীম কনসরটিয়ামকে রেসপনসিভ হিসাবে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চকোরী শামীম কনসরটিয়ামের উপস্থাপিত দরপত্রসহ অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের Memorendum of Association ত্রুটিপূর্ণ। ব্রীজ নির্মানে পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই, ব্রীজ নির্মানের অপরিহার্য যন্ত্রপাতি যেমন-কাষ্ট-ইন-সিটু বোর হোল নির্মানের ও ঢালাইয়ের যন্ত্রপাতি নেই। ব্যাংক সলভেনসি পর্যাপ্ত নয় এবং প্রতিষ্ঠানটি একই ব্যক্তি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ২টি ফার্মের সমন্বয়। এতদসত্বেও টি ই সি বর্ণিত প্রতিষ্ঠানকে রেসপনসিভ ঘোষনা করেন এবং ১,৫৩,৯৫,২৭০ টাকা প্রাক্কলিত মূল্যের উপর উর্ধদর সহ ১,৮৬,৭৭,৮৪৮.৮৭ টাকায় কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। ফলে সরকারের ৩২,৮২,৫৭৮ টাকার আর্থিক ক্ষতি হয় (পরিশিষ্ট-চ)।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- ঠিকাদারের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্র নং-৬-৯৭৯২৭০২ এর শর্ত নং- ১, ২ অনুযায়ী ঠিকাদারকে রেসপনসিভ হতে হলে ১০১ হতে ১৫০ মিঃ স্প্যান বিশিষ্ট ব্রীজ নির্মাণের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৬০ মিটার ব্রীজ নির্মানের একক অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সাধারণ অবকাঠামো নির্মাণ কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা হিসাবে ঠিকাদার কর্তৃক উর্দ্ধৃত দরের অধিক সমমূল্যের ব্রীজ নির্মানের পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এক্ষেত্রে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের ৫৪.০৫ মিটার দীর্ঘ ৬২,০০,১২৮ টাকা মূল্যের রাজাখালী ব্রীজ নির্মানের পূর্ব অভিজ্ঞতা আলোচ্য ক্ষেত্রে নন-রেসপনসিভ হিসাবে গন্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ঠিকাদারকে নন-রেসপনসিভ গন্য-না করে অতিরিক্ত দরের কার্যাদেশ প্রদান করে সরকারের আর্থিক অপচয় করেছেন।

- অনিয়মিতভাবে কার্যাদেশ প্রদানের বিষয় উলে-খপূর্বক ০৯-৫-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম জারী করা হয়। পরবর্তীতে ০৩-৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ০১-৮-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র ইস্যু করা হয়।

- অদ্যবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- চকোরী-শামীম কনসরটিয়াম এর দাখিলকৃত দর ঠিক হওয়ায় এবং টিইসির রেসপনসিভ বিবেচনার সুপারিশ ছিল। স্মারক নং-১০১৭ তারিখঃ- ১৪-৩-২০০৫ এর মাধ্যমে সদর দপ্তরের অনুমোদন থাকায় কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার রেসপনসিভ বিবেচনার জন্য টিইসি এর নিকট যথেষ্ট কারণ থাকায় তাকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। এতে কোন অনিয়ম করা হয়নি।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- আলোচ্য ক্ষেত্রে একটি Joint Venture ‡ewkó ‡VKv`vi‡K অবশ্যই সঠিক Memorendum of Association এর অনুমোদিত কপি জমা দিতে হবে, যাহা আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদ্বয়ের অংশ ৮০% করে সুনির্দিষ্ট একটি চুক্তিপত্র জমা দেন। একটি প্রতিষ্ঠানের ২ সদস্যের প্রতিজনের অংশ ৮০% হওয়া অসম্ভব। এমতাবস্থায়, তাদের উপস্থাপিত দরপত্র প্রাথমিক যাচাইয়ে বাদ পড়ারই কথা। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উপস্থাপিত Equipment List অনুযায়ী ঠিকাদারের পাইল নির্মানের জন্য কোন পাইলিং রিগ নেই। ঠিকাদারের যোগ্যতা নির্ধারণের চেকলিষ্ট অনুযায়ী ঠিকাদারের উপস্থাপিত দরপত্র রিগ মেশিন না থাকার জন্য নন-রেসপনসিভ হিসাবে গন্য হওয়ার কথা। সর্বোপরি ১ (এক) কোটি টাকা এবং এর উর্দ্ধদরের জন্য দরপত্রে অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে Audited Balance Sheet দেয়ার কথা। সংশ্লিষ্ট দরদাতার কোন Balance Sheet ও নেই। ভ্যাট নিবন্ধন পত্র তথ্য TIN নেই। এতদসংক্রান্ত অযোগ্যতা থাকা সত্বেও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে রেসপনসিভ হিসাবে গন্য করে অনিয়মিতভাবে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- Joint Venture Company এর Memorendum of Association, প্রয়োজনীয় Equipment, TIN নং, অডিট ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত Balance Sheet ইত্যাদি না থাকা সত্বেও ঠিকাদারের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন পূর্বক অতিরিক্ত দরে কার্যাদেশ প্রদানের ফলে সরকারের ক্ষতিকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে প্রমানক সহ পরবর্তী জবাব প্রদান করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ৮ ঃ

শিরোনাম ঃ ঘাটতি প্রাপ্ত মালামালের মূল্য অনাদায় ও নলকুপের সহায়ক চাঁদা জমা না করায় ২২,১৫,৩৩৯ টাকা ক্ষতি।

বিষয়বস্তুঃ

- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর অধীন ৫টি নির্বাহী প্রকৌশলী যথাক্রমে কুমিল-া, নেত্রকোনা, নীলফামারী, ভান্ডার বিভাগ, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার কার্যালয়ের বিভিন্ন আর্থিক সালের হিসাব বিগত ১৯-১১-২০০৬ খ্রিঃ হতে ২১-১-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময় স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। বিভিন্ন নথি পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিভিন্ন উপজেলায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের নিকট বিভিন্ন মালামালের মূল্য, সহায়ক চাঁদা এবং ঘাটতিকৃত মালামালের মূল্য আদায় না করায় সরকারের মোট ২২,১৫,৩৩৯ টাকা ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট-ছ)।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- জি এফ আর বিধি- ২০ এর নির্দেশানুযায়ী ঘাটতি/আত্মসাতের অর্থ জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় ও কোষাগারে জমা করা বিভাগীয় কর্মকর্তার দায়িত্ব।
- অর্থ অনাদানের বিষয় উলে-খপূর্বক ০১-৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম জারী করা হয়। পরবর্তীতে ১৩-৮-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ১৯-৯-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়।
- অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- আপত্তিকৃত সমুদয় টাকা আদায়/জমা করার প্রক্রিয়া চলমান অবস্থায় আছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ঘাটতির কারণ উদঘাটনসহ দায়ীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক মালামালের মূল্য আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ- ৯

শিরোনাম- ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ উপেক্ষা করে জামানত খাতে ২৫,৩৩,৭৪৯ টাকা বুকিং করে পরবর্তী অর্থ বছরে অনিয়মিতভাবে ব্যয় ।

বিষয়বস্তু

- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর অধীন ২টি নির্বাহী প্রকৌশলী যথাক্রমে ভোলা এবং মুন্সিগঞ্জ কার্যালয়ের ২০০৫-০৬ আর্থিক সালের হিসাব বিগত ১৬-১১-২০০৬ খ্রিঃ হতে ২৬-১১-২০০৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময় স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা কালে বিভিন্ন নথি এবং রেকর্ড পত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নিরীক্ষাধীন বিভাগ কর্তৃক বৎসরান্তে তামাদী এড়ানোর লক্ষ্যে নিরাপত্তা জামানত বাবদ ২৫,৩৩,৭৪৯ টাকা অতিরিক্ত কর্তন দেখিয়ে পরবর্তী বৎসরে খরচের জন্য বুকিং করা হয়েছে (পরিশিষ্ট- জ)।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- সি পি ডব্লিউ এ কোডের (পরিশিষ্ট ৬ এর অনুচ্ছেদ ৮ এবং ৩৯) অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দের অব্যয়িত টাকা আর্থিক বৎসর সমাপনান্তে সরকারের নিকট সমর্পন করার বিধান রয়েছে। এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং এম এফ/অবি/বা-৩/বিবিধ-১/১৫/৫১১ তাং ২৬-২-১৯৯৫ খ্রিঃ তারিখের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট কাজে/খাতে ব্যয় না করে কোন অবস্থাতেই মালামাল ক্রয় করা অথবা অন্য প্রক্রিয়াতে অর্থ ব্যয় দেখিয়ে অব্যয়িত অর্থ অবরুদ্ধ বা বুকিং না করে ৩০ শে জুনের মধ্যে ফেরৎ বা সমপর্ন করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।
- অনিয়মিতভাবে অর্থ বুকিং এর বিষয় উলে-খপূর্বক ০১-৭-২০০৭খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম জারী করা হয়। পরবর্তীতে ১৩-৮-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ১৯-৯-২০০৭খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়।
- অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- সরেজমিনে কাজ পরিদর্শন করতে না পারায় প্রাক্কলনে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জামানত বাবদ অতিরিক্ত টাকা রাখা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- সরেজমিনে কাজ পরিদর্শন করতে না পারার সপক্ষে কোন প্রমানক উপস্থাপন করা হয়নি। তাছাড়া প্রাক্কলনে অনুমোদনের স্বার্থে জামানতখাতে অর্থ বুকিং করা বিষয়টি সম্পৃক্ত নয়। সুতরাং পরবর্তী অর্থ বছরে অনিয়মিতভাবে ব্যয়ের জন্য অতিরিক্ত জামানত কর্তন করা হয়েছে বলে প্রমানিত হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- কোডাল আইন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশের পরিপন্থীভাবে আর্থিক অনিয়ম সংঘটনের জন্য দায়িত্ব নির্ধারণসহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ১০

শিরোনামঃ দরপত্রের শর্ত লংঘন করে চুক্তিপত্র সম্পাদন ছাড়াই কার্যাদেশ প্রদান এবং কাজ শেষ হওয়ার পর চুক্তিপত্র সম্পাদনের মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে ৯,৮৪,৮১৩ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, যশোর অফিসের ২০০৫-০৬ সনের হিসাব ১০-১-২০০৭ খ্রিঃ হতে ১৮-০১-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময় স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, ২টি কাজে দরপত্রের শর্ত লংঘন করে চুক্তিপত্র সম্পাদন ছাড়াই কার্যাদেশ প্রদান এবং কাজ শেষ হওয়ার পর চুক্তিপত্র সম্পাদনের মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে ৯,৮৪,৮১৩ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-ঝ)।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- পি পি আর'২০০৩ প্রবিধান মালা-৩৬(১) মোতাবেক দরপত্রের বৈধতার মেয়াদকাল অবসানের পূর্বে সংগ্রাহক সত্ত্বা সফল দরদাতাকে তার দরপত্র গৃহীত হয়েছে মর্মে "এন ও এ" এর মাধ্যমে অবহিত করবে। এই নোটিশ অব এ্যাওয়ার্ড "এন ও এ"তে প্রস্তাবিত চুক্তির দর, কার্য সম্পাদন, জামানতের পরিমান, যে সময়ের মধ্যে জামানত প্রদান ও চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে তা উল্লেখ থাকবে। প্রবিধানমালা ৩৬ (২) ও (৩) মোতাবেক চুক্তিমূল্যের উপর ন্যূনতম ১০% হারে পারফরমেন্স সিকিউরিটি সর্বোচ্চ ২১ দিনের মধ্যে জমা করে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করা আবশ্যক। প্রবিধানমালা ২৮ (৫) ও ৩৬ (৪) মোতাবেক যদি কোন দরদাতা প্রবিধানমালা ৩৬ (২) মোতাবেক কোন অত্যাবশ্যকীয় পারফরমেন্স সিকিউরিটি প্রদানে ও চুক্তি সম্পাদনে ব্যর্থ হন তাহলে উক্ত দরদাতার জামানত বাজেয়াপ্ত হবে। সেক্ষেত্রে সংগ্রাহক সত্ত্বা প্রবিধানমালার ১৪ অনুসারে সকল দরদাতার দরপত্র বাতিল বা প্রত্যাখান করতে পারেন অথবা অবশিষ্ট দরপত্রসমূহের মধ্য হতে দরপত্র বাছাই করে কার্যাদেশ প্রদান করতে পারেন।
- তাছাড়া দরপত্রের শর্ত ৩৭ মোতাবেক কার্যাদেশ গ্রহণের পূর্বেই দরদাতা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কাজের ঠিকাচুক্তি পত্র অবশ্যই সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ ঠিকাচুক্তির পূর্বে নির্ধারিত পারফরমেন্স সিকিউরিটি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে জমা করে ঠিকা চুক্তি সম্পাদন করা আবশ্যক। এরপর কার্যাদেশ প্রদান ও কাজ শুরু করতে হবে।
- অথচ এক্ষেত্রে এতদ্‌সংক্রান্ত কোন কার্যক্রম গ্রহণ ছাড়াই কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। অতঃপর কাজ শেষ করায় দীর্ঘদিন পর চুক্তিপত্র সম্পাদন করা হয়েছে।
- এক্ষেত্রে দরপত্রের শর্ত ও পি পি আর প্রবিধান মালা কোনটিই অনুসরণ করা হয়নি।
- শর্ত লংঘন করে চুক্তিপত্র সম্পাদন ছাড়াই কার্যাদেশ প্রদানের বিষয়টি উল্লেখপূর্বক ০১-৭-২০০৭খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম জারী করা হয়। পরবর্তীতে ১৩-৮-২০০৭খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ১৯-৯-২০০৭খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়।
- অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- মূল কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। পরবর্তীতে নথিপত্র পর্যালোচনা করে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- পি পি আর প্রবিধানমালা এবং দরপত্রের শর্তানুযায়ী নোটিশ অব এ্যাওয়ার্ড (এন ও এ) ইস্যু, পারফরমেন্স সিকিউরিটি প্রদান ও চুক্তিপত্র সম্পাদন ছাড়াই কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে কাজ সম্পন্ন করা কোন ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এক্ষেত্রে পি পি আর প্রবিধান মালা ও দরপত্রের শর্তের পরিপন্থীমূলক কাজ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ সহ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ অনিয়মিতভাবে অর্থ পরিশোধকে নিয়মিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১১

শিরোনাম ঃ প্রাক্কলন, দরপত্র ও চুক্তিপত্রে বর্ণিত পরিমাণের চেয়ে ৪৯০০% ও ২৪০৬% বেশী কাজ প্রদর্শন করে ঠিকাদারকে ১,২৫,০০২ টাকা অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত পরিশোধ।

বিষয়বস্তু ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ফরিদপুর অফিসের ২০০৩-২০০৬ সালের হিসাব ২৮-১২-২০০৬ খ্রিঃ হতে ০৭-০১-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে কাজের প্রাক্কলন, দরপত্র, চুক্তিপত্র, বিল ভাউচার, ক্যাশ বুক ইত্যাদি যাচাই করে দেখা যায় যে, প্রাক্কলন, দরপত্র, চুক্তিপত্রে বর্ণিত পরিমানের চেয়ে বিলে ৪৯০০% ও ২৪০৬% অতিরিক্ত কাজ প্রদর্শন করে ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে ১,২৫,০০২ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-ঞ)।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- পি পি আর/২০০৩ প্রবিধানমালা-১৮ (১) মোতাবেক অতিরিক্ত সরবরাহকৃত পণ্যের মূল্য, চুক্তি মূল্যের ১৫% অতিক্রম করবেনা। এক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি।
- মাত্রাতিরিক্ত দরে দরপত্র গ্রহণের বিষয় উলে-খপূর্বক ০১-৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম জারী করা হয়। পরবর্তীতে ১৩-৮-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং ১৯-৯-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়।
- অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- প্রাক্কলন যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ক্রমে কাজটি করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- প্রাক্কলন সংশোধন না করা সত্ত্বেও প্রাক্কলন অপেক্ষা বিলে ৪৯০০% এবং ২৪০৬% বেশী কাজ প্রদর্শন করে অনিয়মিভাবে ঠিকাদারকে ১,২৫,০০২ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত পরিশোধের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত ১,২৫,০০২ টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ১২

শিরোনাম ঃ একই কাজের একই আইটেমে ১১৭২% অধিক দরে বিল পরিশোধ করায় ঠিকাদারকে ৫,৪৮,৬০০ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ।

বিষয়বস্তু ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ, ফরিদপুর অফিসের ২০০৩-২০০৬ আর্থিক সালের হিসাব ২৮-১২-২০০৬ খ্রিঃ হতে ০৭-০১-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে ক্যাশবুক, বিল ভাউচার, দরপত্র, সি এস যাচাই করে দেখা যায় যে, একই ধরনের রিং ওয়েল স্থাপনকাজের মালামাল পরিবহনের জন্য আইটেম নং- ২ এ দুইজন ঠিকাদারের মধ্যে মেসার্স মতিন ট্রেডার্সের তুলনায় মেসার্স মাসুদ হোসেনকে ১১৭২% অর্থাৎ প্রতিটি ২১,১০০ টাকা করে ২৬টি ওয়েল স্থাপনের মালামাল পরিবহন বাবদ সর্বমোট (২১,১০০×২৬)=৫,৪৮,৬০০ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-ট)।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- জি এফ আর এর ১০(১) নং আর্থিক বিধানুযায়ী "একজন দূরদর্শী ব্যক্তি নিজস্ব অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে যেরূপ সর্তকতা অবলম্বন করবেন সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সরকারি কর্মকর্তা অনুরূপ সর্তকতা অবলম্বন করবেন"।
- একই আইটেমে অতিরিক্ত পরিশোধের বিষয় উলে-খপূর্বক ০১-৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় সচিব বরাবর অগ্রিম জারী করা হয়। পরবর্তীতে ১৩-৮-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ১৯-৯-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়।
- অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- অনুমোদিত প্রাক্কলনের ভিত্তিতে কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- একই প্রকৃতির কাজে একই আইটেমে ২ জন ঠিকাদারকে অবিশ্বাস্য ভাবে দুই রকম দরে প্রাক্কলন অনুমোদন করত বিল পরিশোধ করায় জনাব মাহমুদ হোসেনকে একটি আইটেমে মেসার্স মতিন ট্রেডার্স এর তুলনায় ৫,৪৮,৬০০ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করায় সরকারের উক্ত টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অতিরিক্ত পরিশোধের জন্য দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত টাকা জড়িত দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ - ১৩

শিরোনাম ঃ ব্যক্তি মালিকানায় স্থাপিত গভীর নলকুপ ব্যবহারকারীর নিকট হতে পয়ঃ বিল আদায় না করায় ১৩,০৮,৪৫০ টাকা ক্ষতি।

বিষয়বস্তু ঃ

- রাজস্ব কর্মকর্তার কার্যালয়, রাজস্ব জোন-১, ফকিরাপুল, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৫-২০০৬ অর্থ বৎসরের হিসাব ০৫-১১-২০০৬ খ্রিঃ হতে ১৪-১১-২০০৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে গভীর নলকুপ স্থাপন সংক্রান্ত গ্রাহক নথি পর্যালোচনায় দেখা যায়, আবাসিক গ্রাহক জনাব আব্দুল আল মামুন দাগ নং-১৮৯৮, নিউ হোল্ডিং নং-৫২/২, টয়েনবী সার্কুলার রোড, হিসাব নং-১৩/৪৮৫০ -২ কে ২" (ইঞ্চি) ব্যাস গভীর নলকুপ স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হয়। উক্ত অনুমতি পত্রের শর্তে গৃহীত পানির সম পরিমাণ অথবা বার্ষিক পৌর মূল্যায়নের ভিত্তিতে যাহা অধিক হবে উক্ত হারে পয়ঃ বিল আদায়ের বিধান রয়েছে। এক্ষেত্রে পয়ঃ বিল আদায় না করায় সংশ্লিষ্ট রাজস্ব কর্মকর্তার কার্যালয় কর্তৃক প্রণীত এ্যাসেসমেন্ট অনুযায়ী বার্ষিক মূল্যায়ন ১৯,৫০,০০০ টাকা ধরে তার ৩৩.৫৫% বা ৬,৫৪,২২৫ টাকা এর ভিত্তিতে মাসিক (৬,৫৪,২২৫÷১২) = ৫৪,৫১৮.৭৫ টাকা হিসাবে ২৪ মাসে মোট (৫৪,৫১৮/৭৫×২৪) বা ১৩,০৮,৪৫০ টাকা বিল করা উচিৎ ছিল। কিন্তু অদ্যাবধি কোন বিল করা হয়নি।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- ঢাকা ওয়াসা কর্তৃপক্ষের প্রবিধান অনুযায়ী পয়ঃ বিল জারী ও আদায় করা হয়নি।
- পয়ঃ বিল আদায় না করার বিষয় অবহিত করে ১৩-৩-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ে সচিব বরাবর অগ্রিম জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২৪-৪-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ০১-৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়।
- অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- পয়ঃ বিল জারীর স্বার্থে তথ্য চেয়ে গ্রাহককে পত্র দেওয়া হয়েছে। অচিরেই বিল জারীর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- সি, পি, ডব্লিউ এ কোডের ১৭৭(এ) নং অনুচ্ছেদ ও ট্যারিফ বিধি অনুসারে রাজস্ব আদায়ের জন্য আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা দায়ী। কোন অবস্থায় ভবিষ্যতে আদায় করা হবে মর্মে দায়িত্বে অবহেলার সুযোগ নেই।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- যথাসময়ে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা না করায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করত দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে পয়ঃ বিল বাবদ আদায়যোগ্য রাজস্ব অতি সত্বর আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ - ১৪

শিরোনাম ঃ একই প্রকৃতির গ্রাহকের নিকট হতে ভিন্ন হারে পানি ও পয়ঃ বিল আদায় করায় ৪,৯৫,৫৭৬ টাকা ক্ষতি।

বিষয়বস্তু ঃ

- রাজস্ব কর্মকর্তার কার্যালয়, রাজস্ব জোন-১, ফকিরাপুল, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা এর ২০০৫-২০০৬ সনের হিসাব ০৫-১১-২০০৬ খ্রিঃ হতে ১৪-১১-২০০৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষায় দেখা যায়, ৩ জন গ্রাহকের পানি ও পয়ঃ অভিকরের বিল সমান হারে জারী না করায় রাজস্ব বাবদ ক্ষতি করা হয়েছে ৪,৯৫,৫৭৬ টাকা (পরিশিষ্ট-ঠ)।
- ৩ জন গ্রাহকের মধ্যে ২ জন গ্রাহকের পয়ঃ বিলের তুলনায় পানির বিল কম করা হয়েছে এবং ১ জন গ্রাহকের পানির বিল করা হলেও কোন পয়ঃ বিল করা হয়নি। অথচ উক্ত গ্রাহকগণের হোল্ডিং এ পানি ও পয়ঃ সংযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য ৩ জন গ্রাহকের মধ্যে ২ জন একই হোল্ডিং এ এবং অপর গ্রাহক ভিন্ন হোল্ডিং এ বসবাসরত।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- সি পি ডব্লিউ এ কোডের ১৭৭(এ) নম্বর অনুচ্ছেদ মোতাবেক নিরীক্ষিত দপ্তর প্রধানই নির্ধারিত হারে বিল জারী ও তা আদায়ের দায়িত্ব পালন করবে। তাছাড়া ঢাকা ওয়াসা নির্দেশনা বা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী পানি ও পয়ঃ সংযুক্ত হোল্ডিংসমূহের পয় অভিকর পানি অভিকরের সমান হবে।
- একই প্রকৃতির গ্রাহকের নিকট ভিন্ন হারে পানি ও পয়ঃ বিল আদায় করার বিষয় উলে-খপূর্বক ১৩-৩-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২৪-৪-২০০৭খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ০১-৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়।
- অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- রাস্তার কলের পানি ব্যবহার এবং সংযোগ বিহীন পয়ঃ করের ক্ষেত্রে এ ধরণের বিল জারী হতে পারে। সুতরাং এক্ষেত্রে নথিপত্র যাচাই করে পরবর্তীতে বিস্তারিত জবাব দেয়া হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ গ্রাহক লেজারের এন্ট্রি মোতাবেক সকল হোল্ডিং এ পানি ও পয়ঃ সংযোগ রয়েছে। ফলে গ্রাহকগণ কর্তৃক রাস্তার কলের পানি ব্যবহার এবং সংযোগ বিহীন পয়ঃ করের বিষয়টি এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি। কারণ সংযোগ থাকলে নিয়মানুযায়ী বিল জারী ও তা আদায় করা প্রয়োজন।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সমান হারে বিল জারী না করার জন্য দায়িত্ব নির্ধারণ করত কম জারীকৃত বিলের বিপরীতে ক্ষতিসাধনকৃত অর্থ সহ ইতিপূর্বে জারীকৃত সমুদয় বিলের টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ১৫

শিরোনাম ঃ **দরপত্রের নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন বহির্ভূত নিম্নমানের মিটার ক্রয়ের মাধ্যমে ১,২১,৮১,০০০ টাকা অনিয়মিত ব্যয় এবং ওয়াসার ৪৯,৮১,০০০ টাকা ক্ষতি।**

বিষয়বস্তু ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, সংগ্রহ বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকার ২০০৩-২০০৬ সালের হিসাব ০৫-১২-২০০৬ খ্রিঃ হতে ১৪-১২-২০০৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে ২০০টি ২০০ মিঃ মিঃ (৮")-বি-ক্লাস পানির মিটার সংগ্রহ কাজের নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, Tender Documents এর Section 7, Clause ১০-১ এ উল্লেখ আছে যে, "Water meters of cast iron body shall not be allowed"। সে হিসেবে ঠিকাদারগন মূল্য উদ্বৃত্ত করে দরপত্র দাখিল করেছেন।
- কিন্তু বর্ণিত শর্ত লংঘন করে অর্থাৎ Engineering Specification অনুযায়ী মিটার সরবরাহ না নিয়ে বরং কম মূল্যের cast iron body এর মিটার গ্রহণ করত চূড়ান্ত বিল বাবদ ১,২১,৮১,০০০ টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে। উলে-খ্য বাজার দর যাচাইয়ে দেখা যায় যে, "B-Class Cast iron body water meter এর প্রতিটির মূল্য ৮০% শুল্ক ও ভ্যাটসহ মোট ৩৬,০০০ টাকা। কিন্তু বর্ণিত কাজে প্রতিটি মিটারের জন্য পরিশোধ করা হয় ৬০,৯০৫ টাকা। ফলে অতিরিক্ত পরিশোধিত হয়েছে ৪৯,৮১,০০০ টাকা (পরিশিষ্ট-ড)।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- দরপত্রের স্পেসিফিকেশনে cast iron body মিটার সরবরাহের বিষয়টি সংযুক্ত ছিল না।
- নিম্ন মানের মিটার ক্রয়ের বিষয় উলে-খপূর্বক ২৪-৪-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম পত্র জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২৭-৫-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ০১-৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়।
- অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- একই সময়ে অর্থাৎ গত ৪-৮-২০০৪ খ্রিঃ তারিখে ২০,২৫,৪০,৫০ ও ২০০ মিঃ মিঃ ব্যাসের মিটার সংগ্রহের জন্য প্রক্রিয়া শুরু হয়। ২০,২৫,৪০ ও ৫০ মিঃ মিঃ ব্যাস মিটারের বডির ক্ষেত্রে Water meters of cast iron body shall not be allowed কথাটি প্রযোজ্য ছিল।
- কিন্তু ভুলবশত ২০০ মিঃ মিঃ ব্যসের পানির মিটারের বডির ক্ষেত্রে একই বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে। তবে Technical Specification এর clause ২ ও ৩ তে দরপত্র দাতাদের পছন্দ অনুযায়ী (১৫০) Material দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল।
- ঢাকা ওয়াসার বিদ্যমান ৪৫০টি সাব-পাম্পের ডেলিভারী লাইনের প্রতিটিতে যে ২০০ মিঃ মিঃ ব্যাসের পানির মিটার লাগানো রয়েছে তা কাষ্ট আয়রণের তৈরী।
- ঢাকা ওয়াসার সৃষ্টি লগ্ন হতে এখন পর্যন্ত সাব-পাম্পের ডেলিভারী লাইনে যে সব মিটার ব্যবহার করা হয়েছে তার প্রতিটি মিটার এর বডি Cast iron দ্বারা তৈরী।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- ১ (এক) কোটি টাকার উপরের সংগ্রহ কাজের Engineering Specification ভুল হওয়া সংক্রান্ত জবাব গ্রহনযোগ্য বিবেচিত হতে পারে না। কারণ cast iron body মিটারের বাজার মূল্য অনেক কম।
- Technical Specification এ ইচ্ছেমতো/পছন্দ অনুযায়ী Material দেওয়ার কথা বলা নেই। অন্যান্য জবাব ও অপ্রাসংগিক।
- Cast iron body shall not be allowed শর্ত থাকার কারণে দরপত্রে অংশ গ্রহণ করতে না পারা এবং প্রকৃত পক্ষে এরূপ মিটারই গ্রহণ করে সংস্থার আর্থিক ক্ষতিকরণ সম্পর্কিত অভিযোগ নামার ওপর মন্ত্রণালয় কর্তৃক তদন্ত করার কথা বলা হলেও অভিযোগকারীর ঠিকানা খুঁজে পাওয়া যায়নি বলে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ছাড়াই চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রদান করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দরপত্রের শর্ত লংঘন করে কম মূল্যের মিটার গ্রহণ করত সংস্থার অর্থ ব্যয় করায় আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতি নিরুপন করে তা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ১৬

শিরোনাম ঃ খেলাপি গ্রাহকের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে বকেয়া আদায় না করায় ৩৮,৩০,২১০ টাকা ক্ষতি।

বিষয়বস্তু ঃ

- প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তার কার্যালয়, চট্টগ্রাম ওয়াসা, চট্টগ্রাম অফিসের ২০০৫-২০০৬ আর্থিক সালের হিসাব ০৩-০১-২০০৭ খ্রিঃ হতে ০৯-০১-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, ৮ জন গ্রাহকের নিকট ৩৮,৩০,২১০ টাকার রাজস্ব বকেয়া রয়েছে (পরিশিষ্ট-ঢ)।

- নোটিশ প্রদান ও সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে বর্ণিত বকেয়া পানির বিল আদায়কল্পে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- সি পি ডব্লিউ এ কোডের ১৭৭(এ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারি রাজস্ব যথাযথভাবে ধার্য, আদায় ও তা হিসাবভূক্ত করার জন্য অফিস প্রধান দায়ী। এক্ষেত্রে সরকারি রাজস্ব আদায়কল্পে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

- বকেয়া আদায় না করার বিষয় উলে-খপূর্বক ২৯-৩-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম জারী করা হয়। পরবর্তীতে ১৪-০৫-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ০১-৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারী পত্র জারী করা হয়।

- অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- গ্রাহকের নিকট হতে বকেয়া আদায় একটি দীর্ঘ মেয়াদী চলমান প্রক্রিয়া। পূর্বের বকেয়া আদায় করা হলেও পূর্ববর্তী মাসের পাওনা হিসাব ভূক্তির পূর্ব পর্যন্ত বকেয়া হিসাবে প্রদর্শন করা হয়।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- আপত্তির পরিশিষ্টে বর্ণিত ৮ জন গ্রাহকের সুনির্দিষ্ট সময়ের বকেয়া থাকা সত্বেও লাইন বিচ্ছিন্ন হয়েছে কিনা-তা জানতে চাওয়া হয়েছে। জবাবে উল্লেখ করা হয়েছে বকেয়া আদায় একটি চলমান প্রক্রিয়া। এতে প্রমানিত হয় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ গ্রাহকদের আনুকূল্য প্রদর্শন করতঃ সু-কৌশলে প্রকৃত জবাব এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- পরিশিষ্টে বর্ণিত গ্রাহকদের বকেয়া আদায়ার্থে সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে সত্বর বকেয়া অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

পূর্ত অডিট অধিদপ্তর

অডিট কমপ্লেক্স (১-৩ তলা)
সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০।

নম্বর-রিপোর্ট-১১/অডিট রিপোর্ট/২০০৫-২০০৬/ **তারিখঃ- -৫-২০০৮ খ্রিঃ**

বরাবর

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
'অডিট ভবন'
৭৭/৭, কাকরাইল
ঢাকা-১০০০।

[দৃষ্টি আকর্ষণ ঃ- এসিএজি (রিপোর্ট)]

বিষয় ঃ- স্থানীয় সরকার, পলী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন অধিদপ্তরের ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের উপর প্রনীত খসড়া অডিট রিপোর্টের পান্ডুলিপি প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

স্থানীয় সরকার, পলী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন অধিদপ্তরসমূহের উপর নিরীক্ষা সম্পন্ন করত ১৬টি নির্বাহী প্রকৌশলী অফিসের উপর প্রণীত ১৬টি অনুচ্ছেদ সম্বলিত খসড়া অডিট রিপোর্টের ২ (দুই) খন্ড সিএজি মহোদয়ের সদয় অনুমোদনের নিমিত্ত এইসঙ্গে প্রেরণ করা হ'ল। উলে-খ্য খসড়া অডিট রিপোর্টের পান্ডুলিপিতে ১ম খন্ডে ২৯ পাতা এবং ২য় খন্ডে ২৩ পাতা পরিশিষ্ট সংযুক্ত করা হ'ল।

মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে।

সংযুক্ত ঃ- বর্ণনামতে।

(আবুল কালাম)
পরিচালক
ফোনঃ-৯৩৫০০৮৩